রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

পরিবহন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ আষাঢ় ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৭ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪** ।

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.০২৬.০৪.১৩-৩৫৯—উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে ২১ জুন, ২০১২ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং ১৭৭ অধিকতর সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলো ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এ নীতিমালা 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪' নামে অভিহিত হবে।

(২) এ সংশোধিত নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,-

(ক) **''গাড়ি''** অর্থ নতুন অথবা ক্রয়ের তারিখ হতে ০৬ (ছয়) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার বা জীপ।

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(খ) **''গাড়ি সেবা নগদায়ন''** অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে বিশেষ সুদমুক্ত অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

(গ) **''প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা''** অর্থ-

(অ) সরকারের যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব,

(আ) বি.সি.এস. (ইকনমিক) ক্যাডারের যুগ্ম-প্রধান বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম-সচিব (ড্রাফটিং) থেকে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা যারা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য গাড়ির সুবিধা প্রাপ্ত তবে উল্লিখিত পদসমূহে চুক্তিতে বা প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না,

(ঘ) **''গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়''** অর্থ এ নীতিমালার ১০ এর (১) এ বর্ণিত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;

(ঙ) **''বিশেষ অগ্রিম''** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম; এবং

(চ) **''সরকারি দাবী আদায় আইন''** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) ।

৩। **নীতিপ্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

৪। **বিশেষ অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।—(১)** এ নীতিমালার অধীন বিশেষ অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাড়ি সেবা নগদায়নের চেক উত্তোলন করলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(৩) নীতিমালার ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা পাবেন, যথা ঃ

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে মঞ্জুরী আদেশ জারির তারিখ হতে চাকুরি অবশ্যই এক বছর থাকতে হবে ;

(খ) নীতিমালা জারির পর, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু বিশেষ অগ্রিম গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর যানবাহন অধিদপ্তরের গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না।

৫। **বিশেষ অগ্রিম গ্রহণের অযোগ্যতা।**—কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর-

(ক) কমপক্ষে ০১ (এক) বছর চাকুরী না থাকে; এবং

(খ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত বিশেষ অগ্রিমের টাকা আদায় করা সম্ভব না হয়।

৬। **বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরের শর্ত।**—(১) সরকারের পক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে অগ্রিমের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতিমালা ৬ (১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) সরকার একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য এককালীন সুদমুক্ত অগ্রিম হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করতে পারবে। এ ছাড়া বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে যুক্তিসঙ্গত সময় অন্তর অন্তর সরকার বিশেষ অগ্রিমের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

(৫) নীতিমালা ৬ (২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতা অনুসারে বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে অবসর গমনের বা পি.আর.এল. নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(৬) কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকুরীকালে ০১ (এক) বারের বেশী এ নীতিমালার অধীন কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন না।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।**—(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবী করতে পারবেন না।

(৪) নীতিমালা ৭ (১) এবং (২) অনুসরণে ব্যর্থ হলে শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

৮। **চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।**—(১) বিশেষ অগ্রিম মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-'খ' ফরমে **সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার** নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে ।

(২) বিশেষ অগ্রিমের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-'গ' ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) বিশেষ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-'ঘ' ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে।

৯। **গাড়ির বীমা।**—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফাস্ট পার্টি ইন্সুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। **গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।**—(১) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর পরিবহন কমিশনার এর ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক 'গ' ফরম স্বাক্ষরের পরবর্তী মাস হতে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ মাসিক ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা হারে প্রাপ্য হবেন, যা উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। স্বাক্ষরিত 'গ' ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোনক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(২) নীতিমালা ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোন গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পি.আর.এল. শুরুর তারিখ হতে এ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) নীতিমালা ১০ এর (৩) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের সচিববৃন্দ এ সুযোগ পি.আর.এল. শুরুর পর হতে এক বছর পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন এবং সচিবের পদমর্যাদানুসারে প্রাপ্ত গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা এক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে।

(৫) বিশেষ অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানী, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোন রকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কারসেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোন প্রকার সুবিধা পাবেন না।

(৬) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়ি সেবা গ্রহণের পরিবর্তে বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ না করলেও অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত বেতন ভাতাদির আদেশে এ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের প্রাপ্যতা থাকলে তা প্রাপ্য হবেন।

১১। **অগ্রিম অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়।**—(১) অগ্রিমের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বকেয়া অগ্রিম জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক পনের (১৫) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নীতিমালা ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা ঃ

(ক) বকেয়া অগ্রিম অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে ;

(খ) বকেয়া অগ্রিম পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে ; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফাস্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি।**—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি পরিবহন পুল হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা।**—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার।**—(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার আট (৮) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোন টি.এ/ডি.এ দাবী করতে পারবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আট (৮) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোন সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যাঃ কোন কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা চাকুরীতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

১৫। **বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ।**—(১) বিশেষ অগ্রিমপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরীতে গমণ করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন বিধায় উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকবে।

(২) নীতিমালা ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও অগ্রিমের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ।**—প্রেষণ পদে/মাঠ প্রশাসনে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা থাকলে উক্ত গাড়ি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান সাপেক্ষে নিজ গাড়ি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতিমালা ১০ (১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ১০০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে প্রাপ্য হবেন। প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পে একটি গাড়িও না থাকলে/অন্য কোনভাবে গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

১৭। **সরকারি গাড়ি রিকুইজিশন নিষিদ্ধ।**—বিশেষ অগ্রিম সুবিধা গ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোন গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

১৮। বিশেষ অগ্রিম আদায় পদ্ধতি।—(১) অবচয় মূল্য বাদ দিয়ে বিশেষ অগ্রিম এর অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য টাকা সর্বোচ্চ ১২০টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে এবং অগ্রিমের চেক উত্তোলনের পরবর্তী মাসের বেতন হতে কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন।

(৩) চাকুরীর মেয়াদকালে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথা ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে;

অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে চাকুরী হতে অপসারণ বা বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুত করা হলে, সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক এর অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতিমালা ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) অগ্রিম গ্রহীতার মৃত্যু হলে, সে ক্ষেত্রে—

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হবে ;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে ;

(গ) গ্র্যাচুয়িটি ও পারিবারিক পেনশন হতে কর্তনের পরও অপরিশোধিত অগ্রিম থাকলে অথবা কোন কারণে পারিবারিক পেনশন হতে আদায় সম্ভব না হলে বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে ;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে অগ্রিম গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের নিকট হতে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৭) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুস্কাল হ্রাস পায় এবং সরকারি আদেশ অনুযায়ী গাড়ির আয়ুস্কাল আট বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (Depreciation Cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার 'ঘ' ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। 'গ' ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে এক বছর (প্রথম বছর) অবচয় প্রাপ্য হবেন না। দ্বিতীয় বছর থেকে অবচয় (Depreciation Cost) এর হিসাব শুরু হবে।

*স্বাক্ষরের তারিখ যে কোন দিবসে হলেও নগদায়ন পরিশোধ ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদানের সুবিধার্থে গণনা পরবর্তী মাসের ১ম তারিখ হতে শুরু হবে।

১৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—সংশোধিত এ নীতিমালায় কোন কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

মাহমুদা খাতুন
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট-"ক"

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় ঃ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের অগ্রিমের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহণ পুল থেকে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য .....(কথায়) ..... টাকা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম ঃ—

১) নাম ও পরিচিতি নম্বর ঃ

২) পদবী ঃ

৩) কর্মস্থল ঃ

৪) জন্ম তারিখ ঃ

৫) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

৬) প্রাধিকার অর্জনের তারিখ ঃ

৭) পি.আর.এল. শুরুর তারিখ ঃ

৮) মূল বেতন ঃ

৯) ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার) ঃ

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১০) বিশেষ অগ্রিম পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রার্থিত বিশেষ অগ্রিমের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকুরীরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১১) গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুল/..... সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/করিনা ঃ

(খ) গাড়ি নম্বর ..... (গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) ঃ

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় ঃ

১২) আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত অগ্রিম মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করব না। মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত,

স্থান ঃ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
ঠিকানা ঃ
মোবাঃ নং
ই-মেইল ঃ

১৩) ঊর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ ঃ

স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
ঠিকানা ঃ

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম ..... সনের.....মাসের ..... তারিখে একপক্ষে ..... (পরবর্তীতে অগ্রিমগ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু, অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪ অনুসারে (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা অগ্রিমের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলীতে এ অগ্রিম প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক অগ্রিম গ্রহীতাকে ..... টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪ মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন ;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখের তিন মাসের মধ্যে তিনি এ অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি অগ্রিম অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন ;

এবং

(৩) প্রদত্ত অগ্রিম ও তজ্জনিত সুদের টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে মোটরগাড়ি প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪-এ বর্ণিত ফরমে সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকুরি ত্যাগ করেন বা মৃত্যুবরণ করেন, তবে অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা এবং দেয় হবে।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লেখিত সন ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন ঃ—

১ম সাক্ষী ঃ---------- গ্রহীতার স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ----------

পেশা ঃ----------

২য় সাক্ষী ঃ----------

ঠিকানা ঃ----------

পেশা ঃ---------- সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট- "গ"

মোটর গাড়ি অগ্রিমের জন্য বন্ধকী ফরম

এ চুক্তিপত্র ..... সনের..... মাসের ..... তারিখে একপক্ষে ..... (পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, বিশেষ অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তীতে বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা অগ্রিম মঞ্জুরির আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত অগ্রিম মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত অগ্রিমের জামানত হিসেবে অগ্রিম গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রদত্ত অগ্রিম বা তার অংশ বিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্বৃত হলো ঃ

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের বয়ান এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে ..... টাকা প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত অগ্রিম এবং তার উপর সঞ্চিত সুদের জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বীমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি সরকার বরাবর জমা রাখলেন। তবে তিনমাস পর থেকে কেবলমাত্র গাড়ির ফিটনেস এবং ট্যাক্স টোকেন ফেরত নিয়ে যেতে পারবেন।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ি ক্রয় মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেন নি এবং বর্ণিত অগ্রিম বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ি মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোন কিস্তি অথবা তার সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোন সময়ে সরকারি চাকুরিতে রত না থাকেন, অথবা যদি অগ্রিম গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দেউলিয়া হন, অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোন ব্যক্তি অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত সুদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোন একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তাঁর মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তাঁর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ থাকলে অগ্রিম গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য অগ্রিম গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন অগ্রিম গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছে যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোন অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে অগ্রিম গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটর গাড়ির বিবরণ ঃ-

প্রস্তুতকারীর নাম -

বর্ণনা-

সিলিন্ডারের সংখ্যা-

ইঞ্জিন নম্বর-

চেসিস নম্বর-

ক্রয় মূল্য-

.....এর উপস্থিতিতে অগ্রিম গ্রহীতা

.....স্বাক্ষর করলেন।

পরিশিষ্ট- "ঘ"

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম ঃ.....
পদবী ঃ.....কর্মস্থল ঃ.....
প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৪ এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত ..... তারিখে..... টাকা বিশেষ অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। তিনি অগ্রিম গৃহীত টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত.....নং গাড়ি সরকার বরাবর..... তারিখে বন্ধক রেখেছেন। তিনি..... তারিখে গৃহীত সমুদয় অগ্রিম পরিশোধ করেছেন বিধায় আজ.....তারিখে তাঁর বন্ধককৃত.....নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd